ফিকহুস সিয়াম:
রোযার বিধান ও মাসায়েল

সংকলক:

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

সম্পাদনা:

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি ১৩

সম্পাদকের ভূমিকা ১৫

ভূমিকা ১৭

এই বই সংকলনে ব্যবহৃত রেফারেন্স ২৩

অধ্যায় - ১:

সিয়াম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক মাসায়েল ২৫

১.১ সিয়ামের সংজ্ঞা ২৫

১.২ ইসলামে সিয়ামের মর্যাদা ও বিধান ২৫

১.৩ সিয়ামের ফযীলত ২৬

১.৪ সিয়ামের পূর্ণ সওয়াব অর্জনের জন্য যা জরুরী ২৭

১.৫ সাওমের নিয়ত ২৯

১.৬ ওয়াজিব সাওমের নিয়ত ২৯

১.৭ নফল সাওমের নিয়ত ৩০

মাসআলা ১.৭.১: এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ, তবে তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। ৩১

মাসআলা ১.৭.২: নফল সাওমের ক্ষেত্রে ফজরের পরবর্তী সময়ে নিয়ত করলে পূর্ণদিবস সাওমের সওয়াব পাওয়া যাবে না... ৩১

মাসআলা ১.৭.৩: গোটা রামাদানের জন্য একবার নিয়ত যথেষ্ট কি? ৩২

মাসআলা ১.৭.৪: একজন ব্যক্তি রামাদানে কোন একদিন সাওম পালনরত অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল ... ৩২

১.৮ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় নির্ণয় সংক্রান্ত মাসায়েল ৩২

১.৮.১ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ৩২

মাসআলা ১.৮.১.১: ফজর হয়েছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার ৩৩

মাসআলা ১.৮.১.২: সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত: সূর্যাস্ত হয়েছে বলে মনে করলে ৩৩

১.৮.২. কোন অঞ্চলে দিন কিংবা রাত খুব দীর্ঘ হলে করণীয় ৩৪

১.৮.৩ প্লেনে ভ্রমণকারীর করণীয় ৩৫

মাসআলা ১.৮.৩.১: বিমানে ভ্রমণকারী ভূমিতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী ইফতার করল, এরপর ... ৩৬

মাসআলা ১.৮.৩.২: নিজ দেশে ইফতার করার পর ঐ দিন থাকতেই কেউ যদি অন্য দেশে পৌঁছে যায় ... ৩৬

১.৯ ইফতারের সুন্নাহ **৩৭**

১.১০ সেহরীর সুন্নাহ **৩৯**

মাসআলা ১.১০.১: জমহুরের মতে সেহরীর সময় মধ্যরাত্রিতে শুরু ৪০

১.১১ সাওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ **৪০**

মাসআলা ১.১১.১: নাবালক শিশুকে সাওমের অভ্যাস করানো মুস্তাহাব ৪১

মাসআলা ১.১১.২ : চারটি লক্ষণের যেকোন একটি পাওয়া গেলে একজন ব্যক্তিকে বালেগ ধরতে হবে ৪১

মাসআলা ১.১১.৩: কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় উন্মাদ থাকে... ৪১

মাসআলা ১.১১.৪: কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় বেহুঁশ থাকে ৪১

মাসআলা ১.১১.৫: কেউ যদি সাওমের নিয়ত সহ ফজরের পূর্বে ঘুমায় এবং সূর্যাস্তের পরে জাগ্রত হয় ৪২

১.১২ রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয় **৪২**

মাসআলা ১.১২.১: রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা... ৪২

মাসআলা ১.১২.২: রামাদানের শুরু নির্ণয়ের জন্য আস্থাভাজন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্যই যথেষ্ট ৪৩

মাসআলা ১.১২.৩: যদি একজন মাত্র ব্যক্তি চাঁদ দেখে, কিন্তু... ৪৩

মাসআলা ১.১২.৪: রামাদানের শেষ এবং শাওয়ালের শুরু নির্ণয়ের জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন ৪৪

মাসআলা ১.১২.৫: যদি কেউ একাকী শাওয়ালের চাঁদ দেখে তবে সে সাওম ভঙ্গ করবে না, এর প্রমাণ হল উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ৪৪

মাসআলা ১.১২.৬: যদি ২৮ দিন পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় ৪৪

মাসআলা ১.১২.৭: কেউ যদি এক দেশে সাওম শুরু করার পর রামাদানের মাঝখানে অন্য দেশে যায় ৪৪

মাসআলা ১.১২.৮: যদি কারও পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ জানা সম্ভব না হয়, তবে সে আন্দাজ করে সাওম পালন করবে ৪৫

১.১৩ চাঁদ দেখা কি বিশ্বের সকলের জন্য একই না ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলভেদে ভিন্ন? ৪৫

১.১৩.১ এ সম্পর্কে সৌদি বিশিষ্ট আলেমগণের কমিটি 'হাইআতু কিবারিল উলামা' এর সিদ্ধান্তের সারমর্ম **৪৬**

১.১৩.২ এ সম্পর্কে রাবেতার ইসলামী ফিকহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সারমর্ম ৪৮

মাসআলা ১.১৩.৩: অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ সেখানকার ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করবেন ৫১

অধ্যায় ২:

রামাদানে রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা যাদের জন্য প্রযোজ্য নয় ৫২

২.১ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির ৫২

২.১.১ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান ৫৩

২.১.২ মুসাফিরের অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান ৫৪

মাসআলা ২.১.২.১: মুসাফিরের জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ যদিও বা সফর আরামদায়ক কিংবা সংক্ষিপ্ত হয় ৫৭

মাসআলা ২.১.২.২: মুসাফির সফরের নিয়তে নিজ গ্রাম বা শহরের লোকালয় ত্যাগ করার পর সাওম ভঙ্গ করবে ৫৮

২.২ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী ৫৮

মাসআলা ২.২.১: যদি রামাদানের কোন দিনে দিবাভাগ থাকতেই মুসাফিরের সফর শেষ হয়, অথবা হায়েয বা নিফাস থেকে কোন নারী সুস্থ হয় ৬০

মাসআলা ২.২.২: সেহরীর সময় বাকী থাকতেই কোন নারীর হায়েয বা নিফাস বন্ধ হলে সে রোযার নিয়ত করবে ৬০

মাসআলা ২.২.৩: জানাবতের অবস্থায়ও সাওমের নিয়ত করা যাবে ৬০

মাসআলা ২.২.৪: যদি রামাদানের দিবাভাগে কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কোন নাবালক বালেগ হয়... ৬০

২.৩ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী **৬১**

২.৪ বার্ধক্য কিংবা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে অক্ষম ব্যক্তি **৬২**

মাসআলা ২.৪.১ : বার্ধক্য কিংবা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অক্ষম ব্যক্তি প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন ৬২

মাসআলা ২.৪.২: বার্ধক্যের কারণে অক্ষম কিংবা দুরারোগ্য রোগে ব্যক্তির আক্রান্ত ক্ষেত্রে যদি মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে... ৬৩

মাসআলা ২.৪.৩: একজন ব্যক্তিকে ৩০টি সাওমের ফিদয়া দেয়া যাবে ৬৩

মাসআলা ২.৪.৪: এই ফিদয়া রামাদান মাসের শুরুতে বা এর মধ্যে অথবা শেষে দেয়া যাবে তবে ... ৬৪

মাসআলা ২.৪.৫: সাওমের ফিদয়া হিসেবে যেহেতু খাওয়ানোর কথা এসেছে, তাই অর্থের দ্বারা এই ফিদয়া আদায় হবে না ৬৪

মাসআলা ২.৪.৬: বার্ধক্যের কারণে যদি চেতনা বা বুদ্ধি লোপ পায়... ৬৪

২.৫ সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হওয়ার আরও কিছু ক্ষেত্র **৬৪**

২.৬ ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা **৬৫**

মাসআলা ২.৬.১ : বিনা ওজরে রমাদানের সাওম ভঙ্গকারীর সাওম ভঙ্গ হলেও বাকী দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা... ৬৫

মাসআলা ২.৬.২: কেউ যদি রামাদানে স্ত্রীর সাথে সংগমের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাওম ভঙ্গ করে ৬৫

মাসআলা ২.৬.৩ : যে ফজর হয়নি ভেবে খাওয়া চালিয়ে গিয়েছে, সে ফজর হয়েছে জানা মাত্র তাকে বিরত হতে হবে... ৬৬

মাসআলা ২.৬.৪ : যে দিনের বেলায় রামাদান শুরুর সংবাদ পেয়েছে, সে সংবাদ পাওয়া মাত্র বিরত হবে... ৬৬

২.৭ কাযা আদায়ের সময় **৬৬**
মাসআলা ২.৭.১: কাযা সাওম আদায়ের পূর্বে নফল সাওম পালন করা ৬৭
মাসআলা ২.৭.২: কেউ যদি গ্রহণযোগ্য কোন কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে ৬৮
মাসআলা ২.৭.৩ : কেউ যদি অবহেলার কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে ৬৮

অধ্যায় ৩:

সাওম ভঙ্গকারী বিষয় **৬৯**
৩.১ পানাহার **৬৯**
মাসআলা ৩.১.১: ধূমপানও পানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে ৬৯
মাসআলা ৩.১.২ : নাকের ছিদ্র দিয়ে কোন কিছু গলায় কিংবা পাকস্থলীতে পৌছালে... ৬৯
মাসআলা ৩.১.৩ : যদি জানা থাকে যে নাকের ড্রপ গলায় পৌঁছাবে, তবে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে... ৭০
৩.১.৪ পানাহারের বিকল্প ৭০
৩.১.৫ নীচের বিষয়গুলো সাওম ভঙ্গকারী নয় : ৭১
মাসআলা ৩.১.৬ : প্রয়োজনে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়ে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা জায়েয ৭২
মাসআলা ৩.১.৭ : সাওম অবস্থায় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করা মাকরূহ ৭২
৩.১.৮ অ্যাজমা, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের জন্য ব্যবহৃত কতিপয় চিকিৎসা ও তার বিধান ৭৩
৩.২. বমি **৭৪**
মাসআলা ৩.২.১: যদি কারও বমি আসে, তবে সে নিজেকে বিরত করার চেষ্টা করবে না ৭৪
৩.৩ দৈহিক সম্পর্ক **৭৫**
মাসআলা ৩.৩.১: শুধুমাত্র রামাদান মাসে দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা সাওম ভঙ্গের ক্ষেত্রে কাফফারা বাধ্যতামূলক হয় ৭৭

মাসআলা ৩.৩.২: কাফফারার সাথে কাযাও আদায় করতে হবে ৭৮

মাসআলা ৩.৩.৩ : যদি এই কাজে স্ত্রীর সম্মতি থাকে, তবে উভয়ের ওপর কাফফারা ও কাযা বাধ্যতামূলক হবে ৭৮

মাসআলা ৩.৩.৪ : মিসকীন খাওয়ানোর বিবরণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত ফিদয়ার মতই, তবে পার্থক্য হল... ৭৮

মাসআলা ৩.৩.৫: সাওম একটানা দুমাস পালন করতে হবে, মাঝখানে ছেদ পড়লে নতুন করে শুরু করতে হবে ৭৯

মাসআলা ৩.৩.৬: একটানা দুমাস গণনা করতে হবে চান্দ্র মাসের হিসেবে ৭৯

৩.৪ বীর্যপাত **৮০**

মাসআলা ৩.৪.১ : শুধুমাত্র চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না ৮১

মাসআলা ৩.৪.২: দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ চিন্তার মতই... ৮১

মাসআলা ৩.৪.৩: স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হলেও সাওম ভঙ্গ হবে না ৮১

মাসআলা ৩.৪.৪: মযী নির্গত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না ৮১

৩.৪.৫ সাওম অবস্থায় চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদির বিধান ৮২

৩.৫ রক্তপাত বা রক্ত-নির্গমন **৮২**

মাসআলা ৩.৫.১: একই বিধান প্রযোজ্য হবে বর্তমান যুগে রক্ত-পরীক্ষা বা রক্তদানের ক্ষেত্রে ৮৪

মাসআলা ৩.৫.২: রোযাদার রক্ত দান করতে পারবে কি? ৮৪

৩.৬ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গের শর্ত **৮৫**

কতিপয় উদাহরণ **৮৭**

মাসআলা ৩.৬.১: ভুল, অজ্ঞতাবশত বা জবরদস্তির কারণে সাওম ভঙ্গকারী কোন বিষয় সংঘটিত হলে স্মরণ হওয়া মাত্র ৮৯

অধ্যায় ৪:

নফল সিয়াম ৯০
৪.১ নবী দাউদ আলাইহিস সালামের সিয়াম ৯০
মাসআলা ৪.১.১ : এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সারা বছর রোযা রাখা উচিৎ নয় ৯১
৪.২ মুহাররাম মাসের সাওম ৯২
৪.৩ যুলহিজ্জার প্রথম দশক ৯২
৪.৪ শাওয়ালের ৬টি সাওম ৯৩
৪.৫ আরাফার দিনের সাওম ৯৩
৪.৬ আশূরার সাওম ৯৪
৪.৭ সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম ৯৫
৪.৮ সোমবারের সাওম ৯৫
৪.৯ প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন ৯৬
মাসআলা ৪.১০ : নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ ৯৬
৪.১১ যে সকল দিবসে সাওম পালন নিষিদ্ধ ৯৭
৪.১১.১ দুই ঈদ ৯৭
৪.১১.২ আইয়ামে তাশরীক ৯৭
৪.১১.৩ জুমুআর দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা ৯৮
৪.১১.৪ শনিবারকে সাওমের জন্য এককভাবে বাছাই করা ৯৯
মাসআলা ৪.১১.৪.১: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এককভাবেও জুমুআর দিন কিংবা শনিবারে সাওম পালন করা মাকরূহ নয়: ১০০
৪.১২ শাবানের নফল সাওম ১০০

অধ্যায় ৫:

রামাদানের শেষ দশক ও এর আমলসমূহ ১০৫
৫.১ রামাদানের শেষ দশরাত্রি ১০৫
৫.২ লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য ১০৬
৫.২.১ লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি? ১০৮

৫.২.২ লাইলাতুল কদরের দোয়া	১১২
৫.২.৩ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ	১১২
৫.৩ রামাদানে কিয়ামুল লাইল	**১১৩**
৫.৩.১ তারাবীর সালাতে রাকাত সংখ্যা কত?	১১৫
৫.৩.২ বিশ রাকাত তারাবীর সালাতের ভিত্তি কি?	১১৭
৫.৪ ইতিকাফ	**১১৯**
৫.৪.১ ইতিকাফের বিধান	১২০
৫.৪.২ ইতিকাফের স্থান	১২১
৫.৪.৩ ইতিকাফকারীর করণীয়	১২১
মাসআলা ৫.৪.৪: রামাদানের শেষ দশদিন ইতিকাফ সুন্নাহ	১২৩
৫.৪.৫ নারীর ইতিকাফ	১২৩
মাসআলা ৫.৪.৫.১: নারীর ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন	১২৩
মাসআলা ৫.৪.৫.২: ঘরে নারীর ইতিকাফ বিশুদ্ধ নয়	১২৪
৫.৫ যাকাতুল ফিতর	**১২৪**
মাসআলা ৫.৫.১: ঈদের রাত্রি ও দিবসের জন্য নিজের ও অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত যার আছে, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব	১২৪
মাসআলা ৫.৫.২: একজন ব্যক্তির ওপর তার নিজের, তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের মধ্য থেকে যাদের সম্পদ নেই তাদের এবং তার স্ত্রী ও দাস-দাসীদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক	১২৫
মাসআলা ৫.৫.৩ : ফিতরা আদায় করতে হবে দেশের প্রধান শস্য বা খাদ্য দিয়ে	১২৫
৫.৫.৪ ফিতরার পরিমাণ	১২৬
মাসআলা ৫.৫.৫: আমাদের দেশে টাকায় ফিতরা আদায় করা হলেও জুমহুর তথা বেশিরভাগ আলেমের মতে ফিতরা খাদ্যের দ্বারা আদায় করতে হবে	১২৬
মাসআলা ৫.৫.৬ : যাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করতে হবে	১২৭
মাসআলা ৫.৫.৭ : যাকাতুল ফিতর মিসকীনরা পাবে	১২৮

লেখক পরিচিতি

বইটির লেখক মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ আল কুরআনের তিলাওয়াত ও 'তাজউইদ' এর একজন শিক্ষক।

তিনি দশ কিরাতে 'ইজাযা'র অধিকারী উসতায আব্দুল হামিদ আল-মুখতার আস-সূদানী (র.)-এর নিকট আল-কুরআনের তিলাওয়াত ও তাজউইদ অধ্যয়ন করেন। তিনি 'আশ-শাতিবিয়্যাহ'র বর্ণনাধারা অনুযায়ী হাফস রিওয়ায়েতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদে সম্পূর্ণ আল-কুরআন উসতাযকে পাঠ করে শোনান এবং তা পাঠ করার ও অন্যকে শেখানোর 'ইজাযা' বা অনুমতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় উসতাযের নিকট তাজউইদ শাস্ত্র শেখানোর সনদও অর্জন করেছেন। এই সনদের ধারাবাহিকতার (সিলসিলা) উৎস মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্বিরাআতের শিক্ষকমণ্ডলী। এর পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষা ও দ্বীনের অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছেন। যাঁদের সান্নিধ্যে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন উসতায ড. মাহমূদুল হাসান ইউসুফ (ডবল দাওরা, দেওবন্দ)। লেখক ২০১৯ সালে আল-হাইআতুল উলিয়ার অধীনে পরিচালিত তাকমীল (দাওরায় হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

তিলাওয়াত ও তাজউইদ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কোর্স করান, লেকচার দেন এবং বই লেখেন।

তাঁর কোর্স, লেকচার বা বইপত্র সম্পর্কে জানার জন্য নিচের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হোন:

https://t.me/naseel

অথবা ভিজিট করুন:

naseelshahrukh.com

www.youtube.com/muhammadnaseelshahrukh

লেখকের অন্যান্য বই ও পুস্তিকা:

- কালেমা তাইয়্যেবা
- ফিকহুত তাহারা : পবিত্রতা অর্জনের বিধান
- ফিকহুস সিয়াম : রোযার বিধান ও মাসায়েল
- সুখী হওয়ার ১০টি উপায় (ঈমান সিরিজ-১)
- বালা-মুসিবত কারণ ও করনীয় (ঈমান সিরিজ-২)
- মৃত্যুর পরের জীবন (ঈমান সিরিজ-৩)
- জিহ্বার কারণে জান্নাতী না জাহান্নামী? (ঈমান সিরিজ-৪)
- সালাত :গুরুত্ব ও সুন্দর করার উপায় (ঈমান সিরিজ-৫)
- দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি (ঈমান সিরিজ-৬)
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ১০টি সহজ উপায় (ঈমান সিরিজ-৭)

সম্পাদকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি কুল মাখলুকাতের রব। আর সালাত ও সালাম পেশ করছি মহানবী ﷺ এঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবার উপর।

"তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৩] আল-কুরআনের এ অমোঘ ঘোষণার আলোকে প্রতি বছরই মুসলিম উম্মাহর জীবনে ঈমান ও তাকওয়ার সওগাত নিয়ে আসে পবিত্র রমাদান মাসের মহান সিয়াম সাধনা। রমাদান হলো ইবাদাতের ভরা মৌসুম। ইবাদাতের নানামুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে।

সিয়াম হলো এ মাসের Major Course of Worship. হবেই বা না কেন, রামাদানের সাওম যে ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। এ রুকন যথার্থভাবে সুন্নাহ মোতাবেক পালন করে তা থেকে জীবনের মূল মর্ম ও শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতে সফলকাম হওয়ার জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন।

বাংলাভাষাভাষী মুসলিম ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে রামাদানের সিয়াম সাধনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় একরাশ বিশুদ্ধ তথ্য ও জ্ঞানের একটি চমৎকার সংকলন উপহার দিয়েছেন মুহতারাম মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ। আশা করি এ বই সকল জ্ঞান পিপাসু - যারা রামাদান মাসকে কাজে লাগিয়ে সিয়াম

সাধনাকে অর্থবহ করতে চায় - তাদের প্রত্যেককে সমৃদ্ধ করবে। আল্লাহ লিখককে জাযায়ে খায়ের দিন এবং এ আমলটুকু কবুল করে উম্মাহর সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন। আমীন!

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া'আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমা'ঈন।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি.এইচ.ডি, এম. এ, ইসলামী শরীয়া
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।